THE IMPRESSION, A Journal on Multidisciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
Annual Issue (2019) (ISSN: 2278-2699)

ছোট গল্পে তিন বন্দোপাধ্যায়

অর্পিতা বোস*

ছোটগল্পে বাংলা সাহিত্য রীতিমত সমৃদ্ধ । গল্পকাররা ছোটগল্পে আঙিনায় এসেছেন এবং তাদের নিজস্ব রচনাভঙ্গি ও শিল্প রীতির স্বতন্ত্রতায় তাকে সাজিয়ে তুলেছেন। ছোটগল্পের সম্রাট হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে । কিন্তু ভাবনা তাতেই থেমে থাকে না । একে একে আসেন মানিক- তারাশঙ্কর- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম । স্বমহিমায় তারা বিচরণ করেছেন ছোটগল্পের আসরে । তাদের সৃষ্টি নিয়েই একটু আলোচনা করা যাক ।

আলোচনা শুরু করা যাক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কে দিয়ে। মাটি সম্পর্কে তারাশঙ্করের গভীর অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার ছোটগল্পে আঞ্চলিক প্রকৃতি, আঞ্চলিক মানুষের ছবি তারাশঙ্কর এঁকেছেন একান্ত নিজস্ব তুলিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বলেছিলেন-‘ তুমি গায়ের কথা লিখেছ, খুব ঠিকঠাক লিখেছ। আর বড় কথা গল্প হয়েছে। তোমার মত গায়ের মানুষের কথা আগে পড়িনি’ । বিকৃত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত সমাজকে তুলে এনেছিলেন তারাশঙ্কর। কখনও আবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লেখায় উঠে এসেছে ‘একাল- সেকাল’ এর দ্বন্দ্ব।

তারাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প ‘ রসকলি’। ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে‘ কল্লোল’ পত্রিকায় ‘রসকলি’ প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু‘ জলসাঘর’ গল্পটি তারাশঙ্করকে প্রকৃত খ্যাতি এনে দেয়। ‘ জলসাঘর’ এবং ‘রায় বাড়ি’ গল্পে প্রকৃতপক্ষে তারাশঙ্করের প্রাচীন জমিদার তন্ত্র সম্পর্কে এক ধরনের মোহ এবং আকর্ষণের চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ‘রায়বাড়ির’ রাবণেশ্বর রায় বংশের চতুর্থ পুরুষ আর ‘জলসাঘর’ এর বিশ্বম্বর রায় বংশের সপ্তম পুরুষ। জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের এমন প্রায় শেষ অবস্থা। কলেরায় সাত দিনের মধ্যে তার স্ত্রী -পুত্র -কন্যার মৃত্যু হয়েছে কিন্তু তা সত্বেও তিনি আভিজাত্যবোধে অটল।

‘ তারিণী মাঝি’ কেবল তারিনী মাঝির জীবনালেখ্য হয়ে থাকেনি, প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষের জীবনের অমোঘ ও অনিবার্য পরিণাম এখানে চিত্রিত। অমোঘ নিয়তির কাছে মানুষকে অসহায় হয়ে থাকতে হয়েছে। গল্পের পরিণামে আত্মরক্ষার প্রবল তাগিদ এখানে প্রেম ও মনুষ্যত্বকে হত্যা করে । আমরা, পাঠকসমাজ এর মধ্যে হতাশার দিক খুঁজে পেলেও মানুষের বেঁচে থাকার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাই এখানে শেষ কথা বলেছে । ‘জীবন সন্ধানী’ তারাশঙ্কর তাকে অস্বীকার করতে পারেননি,, বরং তারিণী মাঝির অমানুষিক আত্মরক্ষনের মধ্যে জীবনের জয় ঘোষিত হয়েছে বইকি। নিরাবরণ নিরাভরণ সেই জীবন বর্মের জয় যার জন্য প্রেম, প্রীতি, আত্মত্যাগ ইত্যাদি সকল মহৎ মূল্যবোধের লালন ও বর্ধন মানুষের ইতিহাসে অনিবার্য হয়ে পড়ে’।

সার্থকভাবে রাঢ়বঙ্গকে নিজের লেখায় তুলে এনেছেন তারাশংকর। গ্রাম্য কুসংস্কার ও কিংবদন্তীর সঙ্গে ছাতিফাটার মাঠের তৃণচিহ্নহীন দগ্ধরূপ এক অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। গল্পটির পটভূমিকায় এই বিশাল প্রান্তরের চমৎকার বর্ণনা আছে। এই রৌদ্র জ্বালাময় নিয়তির মত নির্মম প্রান্তরের বর্ণনায় তারাশঙ্কর অসামান্য শিল্পদক্ষতার পরিচয়

* স্টেট এডেড কলেজ টিচার, শ্রীচৈতন্য মহাবিদ্যালয় হাবরা
যোগাযোগ: ৮৯১০০৫০৯৩৮
Email: arpita bose scm2021@gmail.com

দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে নারী ও নাগিনীর মতো ডাইনি ও একটি অসাধারণ গল্প । শেষ পর্যন্ত অতি প্রাকৃত বা ভৌতিক কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে গল্পটি মানবিক আর্তির কাহিনী হয়েছে ।

'অতীত ও বর্তমানের' সঙ্গে সংঘর্ষ বারবার তারাশঙ্করের লেখায় উঠে এসেছে। 'পৌষলক্ষ্মী' তারই উদাহরণ। লুপ্তপ্রায় জমিদারি প্রথার সঙ্গে নব উদীয়মান ধনতন্ত্রের তীব্র সংঘর্ষের কাহিনী এখানে আছে। 'পিতাপুত্র' গল্পেও আছে পুরাতন নবীনের সংঘর্ষ। কিন্তু আমার কালের কথা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন সমন্বয়বাদী জীবন দর্শনের অন্য সুর-

' আমার সেকালে আর একালের
মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই।
চিরকল্যাণের একটি ধারা তার
মধ্যে আমি দেখতে পাই ।
কোন কালের ওপারে ফুটেছে ফুল-
কোন কালে এপারে ফুটছে ফুল । আমি
সকল কালের ফুলের মালা
গেঁথেই পরাতে চাই মহাকালের গলায়'।

উপরোক্ত গল্পগুলি ছেড়ে যখন আবার ' ইমারত' এর দিকে তাকাই দেখি অসাধারণ জীবনধর্মী গল্প হয়ে ওঠে ইমারত। এখানে তারাশঙ্কর নায়ক করেন একজন শ্রমজীবী মানুষকে । জনাব চরিত্রের মধ্যে তারাশঙ্কর শিল্পীসত্তা ও প্রবৃতি তাড়িত সত্তার অপূর্ব সংঘাত দেখিয়েছেন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিল্পী তারাশঙ্কর জনাব এর 'শিল্পীমত্তা' কেই জিতিয়ে দিলেন।

"না" গল্পটির কাহিনী রাঢ় বঙ্গের দুই জমিদার পরিবারের কাহিনী । গল্পের শুরু হচ্ছে আট বছর আগে ঘটে যাওয়া একটি হত্যাকাণ্ডের বর্ণনার মাধ্যমে । গল্পে বজ্ররানীর উচ্চারিত 'না' শব্দটিতে এসেই গল্পের দীর্ঘ কাহিনীটি যেন সংযত ও সংহত রূপ ধারণ করেছে। গল্পের পরিসমাপ্তি অংশের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন-

'অগ্রদানীতে নিয়তি নেমে এসেছে শাস্তি রূপে,
কিন্তু 'না' গল্পে তার আবির্ভাব চরম ক্ষমায়'।

এক একটা মূল্যবোধের শিল্পীত রূপ তারাশঙ্করের গল্পে ফুটে উঠতে দেখা যায়। সে মূল্যবোধ ভারতীয় ধর্ম, তার সংস্কৃতিরই অঙ্গ। প্রায় অবিচ্ছেদ্য হলেও যুগের পরিবর্তনে পুরাতন মূল্যবোধ নতুনতর মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে ।

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের জটিলতাকে ধরতে চেয়েছিলেন বাস্তবের গভীরে ডুব দিয়ে। এজন্য মানিক তথাকথিত রোমান্টিকতা পরিত্যাগ করে গ্রহণ করেছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বিচিত্রা পত্রিকার পাতায় তার প্রথম গল্প 'অতসীমামী' প্রকাশিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের পটভূমি ছড়িয়ে রয়েছে দুই বিশ্বযুদ্ধ জুড়ে । এই সময় লেখক লক্ষ্য করেছেন মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্তিমত্তা, নিঃসঙ্গবোধ ও হতাশা । প্রথম গল্প সংকলন "অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প" গ্রন্থের একটি প্রধান গল্প ' আত্মহত্যার অধিকার'এই গল্পে লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে দুর্বিষহ দুঃখ- যন্ত্রণা আর অন্তহীন নৈরাশ্য পীড়িত মানুষ আত্মহত্যার অধিকারটুকুও হারিয়ে ফেলে । এই গল্পের নায়ক নীলমণি । লেখক তাকে ধাপে ধাপে নৈরাশ্য থেকে সংগ্রামের স্তরে তুলে এনেছেন । গল্প শেষ হয়েছে এই উপলব্ধিতে 'যে বেঁচে থাকার লড়াই কোনদিন শেষ হবে না।'

"প্রাগৈতিহাসিক" গল্পসংকলনে 'প্রাগৈতিহাসিক' শীর্ষক গল্পটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে নায়ক হিসাবে আবির্ভূত হলো একজন হীন চরিত্র দুর্বৃত্ত । ভিক্ষুক প্রাগৈতিহাসিক স্বভাব ও ব্যক্তিত্বকে নিপুণ শিল্পীর তুলিতে এঁকেছেন গল্পকার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু কিছু গল্পের অবচেতন ও অবচেতন মনের জটিল রহস্য চিত্রিত হয়েছে, ফ্রয়েডীয় মন বিশ্লেষণ পদ্ধতির আলোকে ।

মানিক এমন এক শিল্পী যিনি কলম হাতে কোন মুখোশ আঁকতে চাননি । বরং মুখোশের আড়ালে মানুষের যে আদিম কৃত্রিম সুবিধাবাদী রূপ, মানিক তাকেই উন্মোচন করেছেন শিল্পীজনোচিত দৃষ্টিতে । মানিকের ছিল দেখার চোখ । কথা সাহিত্যিক সন্তোষ কুমার ঘোষ লিখেছেন-' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আসল ব্যাপার হলো তার নিজের চোখ । এমন আনকোরা নতুন চোখে জীবনকে তার আগে কেউ দীর্ঘকাল দেখেনি'। 'শিল্পী' গল্পটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পরিবেশে রচিত। এই পর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে,, সংগ্রামী মানুষ অপরাজয়। 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে নীলমণির যে সংগ্রামের ক্ষমতা ছিল না, শিল্পী গল্পে মদন তাঁতি কিন্তু তা পেরেছে- ' জীবিকার লোভে শিল্পী কিছুতেই আত্মবিক্রয় করবে না: অভাব আর অবনয়নের বিরুদ্ধে শিল্পীর এই মরণপন সংগ্রামের রূপ মানুষের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত'।

'দুঃশাসনীয়' গল্পে লেখক তার করুন বাস্তবচিত্র এঁকেছেন । ১৩৫০ এর বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের বস্ত্র সংকট এখানে মূলবিষয়। কালোবাজারিতে গ্রাম ছেয়ে গেছিল বিবস্ত্র বাংলার এ এক নগ্ন রূপ । গল্পে অভিমানাহত রাবেয়ার আত্মহত্যার চিত্রটি ' চিরকালের ছবি' হয়ে আছে। মানুষগুলোর করুন পরিণতির কথা বলতে গিয়ে মানিক যেন কোথায় তাদের সঙ্গে আত্মিক হয়ে গেছে । যতীন ও মহাশ্বেতার দাম্পত্য জীবন কুষ্ঠ রোগের কারণে অন্য মাত্রা পাচ্ছে । জীবন যাপনের হঠাৎ পরিবর্তনে অবাক হতে হয় মহাশ্বেতাকে । গল্পের শুরুতে লেখক বলেছিলেন " নারীর মতো মালিকহীন টাকাও পৃথিবীতে নাই" গল্পের কাঠামোই এটা। গল্পটি কঠিন সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সত্য- শিব- সুন্দরের খোঁজ না করে, জীবন সংলগ্নতা আর জীবন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন চরিত্রকে। এখানেই মানিকের সিদ্ধি।

'হারানের নাতজামাই' এবং' ছোট বকুলপুরের যাত্রী' সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে রচিত হলেও আমরা অনায়াসেই লেখকের তুলির মুন্সিয়ানায় হারানের নাতজামাই গল্পের ময়নার' মা' বা ছোট বকুলপুরের যাত্রীর দিবাকর ও আন্নার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাই, তাদের লড়াই; একটা সময় আমাদের লড়াইয়ে পরিণত হয় । জগদীশ ভট্টাচার্য তার শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় বলেছেন:' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও ছোট বকুলপুরের এর যাত্রী। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্র আজও অন্ধ রাত্রির অবরোধে ঘেরা। প্রকৃতপক্ষে এখনো ভোর হয়েছে বলা যায় না, তবে তার সাহিত্যের নতুন দিগন্তে আরেক সূর্যোদয়ের লগ্ন প্রত্যাসন্ন'।

সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে যিনি প্রকৃতিক চেতনাকে একাত্ম করেছিলেন তিনি-ই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি মানব বর্জিত নয়। তার প্রকৃতি ও সুন্দর মঙ্গলময় ঠিক যেমনটি তার মানুষরা। তিনি মনে করতেন: "জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জনায় নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের সুখের সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়- সে সার্থকতা শুধু আছে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করবার আনন্দের মধ্যে"। এক এক করে এবার গল্পের পাতা ওল্টানো যাক। 'মেঘমল্লার' মানুষের জীবনের ইতিকথা; আস্বাদনে চিরকালীন গল্প। প্রদ্যুম্ন মেঘমল্লার বিস্তারে বিশেষ পারদর্শী এবং এই রাগেরই প্রকৃত সৃজনের দেবী সরস্বতীর আবির্ভাব সম্ভব, আবির্ভাব- তিথি আষাড়ি পূর্ণিমার রাত এবং বর্ষার মেঘভারাকান্ত পৃথিবীর ছবি সব মিলিয়ে এই গল্পে জলধারা ও মেঘমল্লার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা মেঘ মল্লার গল্পটি পড়তে পড়তে এক অদ্ভুত ভাবলোকে প্রবেশ করি। আবার যখন 'পুঁই মাচা'গল্পের দিকে তাকাবো তখন দেখব গল্পটিতে লোক জীবনের প্রেক্ষিতকে গ্রহণ করা হয়েছে।ব্যবহৃত হয়েছে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান। গল্পে তুলে ধরা হয়েছে সেকালের গ্রাম্য সমাজ। সমাজ চেতনার দ্বারা লেখক সমাজ কমবেশি প্রভাবিত হয়ে থাকেন। আলোচ্য গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়।' গল্প মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে "পণপ্রথা" নামক সামাজিক ব্যাধির উপরে। বিভূতিভূষণের 'কিন্নর দল' গল্পে

একদিকে বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজের ক্ষুদ্রতা এবং সংকীর্ণতার ছবি যেমন উদঘাটিত হয়েছে তেমনি আছে সংকীর্ণতার ছবি। লেখক নিজেই পাড়াগাঁয়ের মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্রাহ্মণ পরিবারের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে: ' গরিব বলেই এরা বেশি কুচুটে ও হিংসুটে, কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না বা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।' বিভূতিভূষণের আঁকা কোন নারী চরিত্রই সুদুরের পিয়াসী না- 'বিভূতিভূষণের নারীর মন দূরাভিসারী নয়, গৃহ প্রীতি তাদের মর্মমূলে'।(৮) তাই দেখা গেল ' দ্রবময়ীর কাশিবাস' গল্পে দ্রবময়ী কাশিপ্রাপ্তিতে আগ্রহী হননি, সবার আপত্তি উপেক্ষা করে তিনি তার গ্রামেই ফিরে যান। 'আহ্বান' গল্পটি বিভূতিভূষণের একটি স্মরণীয় গল্প। ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গল্পটি লেখা হলেও গল্পটি যে কালজয়ী হয়ে উঠেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। গল্পটির শেষ হয়েছে খুব সুন্দর করে। 'গল্পের এই শেষ পর্যায়ে লেখক যেন মাতৃস্নেহ ও মৃত্তিকা তৃষ্ণাকে একাকার করে দিয়েছেন। বৃদ্ধা তখন যেন আর নিছক মানবী নয়, কথকের প্রতি তার মাতৃহৃদয়ের আহ্বান যেন মৃত্তিকা জননীরই অন্ধ আকুল আকর্ষণ'।

আপাতদৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ও সাধারণ বলে মনে হলেও পুঁই মাচা গল্পটি প্রমাণ করেছে মানব জীবনের ছোটখাটো দুঃখের মধ্যেও যে কতটা আনন্দের ইঙ্গিত আছে। কোথাও এই ছোট গল্প আমাদের এই জানান দিল যে, সমাজ- সংসার মানুষের তুচ্ছ আশা, আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করেনা কিন্তু প্রকৃতি তা পূর্ণ করে। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী-' বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্পের' ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন- 'মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাটো সুখ দুঃখের চেয়ে লীলাচাঞ্চল্য আছে, সুখের ভিতরে যে দুঃখের আভাস আছে, দুঃখের মধ্যেও যে আনন্দে ইঙ্গিত আছে, বিভূতিভূষণ সাহিত্য রচনা সেগুলিকেই আশ্রয় করেছেন' (মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ)। বিভূতিভূষণ এর রোমান্টিক কল্পনার বিস্তারে' মেঘমল্লার' একটি অসাধারণ সৃষ্টি। এই গল্পটির সূচনা পর্ব থেকেই অতীত ইতিহাসের রোমান্টিক পটভূমিকার একটি সার্থক চিত্র লেখক এঁকেছেন। গল্পে প্রদ্যুম্নের করুণ পরিণতির ছবি আঁকার মাধ্যমে তার প্রতি লেখকের গভীর অনুভূতি প্রকাশিত। বিভূতিভূষণের অধ্যাত্ম্য চেতনার গল্প 'কুশল পাহাড়ী' কিন্তু এখানে গতানুগতিক আধ্যাত্ম- চেতনার অনুভূতির ছবি প্রকাশিত হয়নি। বিভূতিভূষণের গল্পে আধ্যাত্ম চেতনা শুধু সহজ নিসর্গ প্রীতিকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়নি, তার প্রকাশ হয়েছে মানবপ্রীতির মাধ্যমেও। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকায় একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মতে বিভূতিভূষণের অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রধান অবলম্বনই হল 'মানুষের প্রাত্যহিক জীবন'। জীবনাড়ম্বর তাহার সাহিত্যের উপজীবন নয়। এদিকে দিয়া তাহার গ্রন্থ গুলিকে গার্হস্থ্য উপন্যাস বলা যাইতে পারে তালনবমী কি ধরনের একটি গার্হস্থ্য রসের গল্প। বাংলাদেশের এক পল্লী গ্রামের দরিদ্র গৃহস্থের দুই আহার্য লোলুপ ছেলের ণ নিমন্ত্রণ আশা করা আর আশা ভঙ্গ হওয়ার ব্যর্থ করুন কাহিনী এখানে প্রকাশিত ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'জীবনকে আমি যেভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ভাগ করে দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি'। তিনি সবসময়ই মাটির পৃথিবীতে ' জীবনের বন্যার' চিত্রাঙ্কনে আগ্রহী। একমাত্র মানুষ ছিল তার সাহিত্যের উপজীব্য। সংগ্রামী মানসিকাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তার লেখায় । তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন ' শিল্পী', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'হারানের নাতজামাই'- এর মত গল্প। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজার ইত্যাদি ও বাদ যায়নি তার লেখা থেকে । তাঁর হাত দিয়েই আমরা পেয়েছি 'দু: শাসনীয়' গল্পে রাবেয়ার মতো চরিত্র। বাংলা ছোটগল্পে সর্বপ্রথম মাটি ও আদিম প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত অমার্জিত মানুষের জীবন কাহিনী এঁকেছিলেন তারাশঙ্কর। পট- পটভূমি তিনি একাকার করে দিয়েছিলেন । তারাশঙ্করের গল্পে আমরা দেখেছি সুন্দর- অসুন্দরের মিলন। ঐতিহ্যপ্রীতি তার গল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। হতাশা- নৈরাশ তারাশঙ্করের জীবন দর্শন হয়নি। বেঁচে থাকার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছে বাংলা ছোট গল্প এভাবেই তিন বন্দোপাধ্যায় বিষয়ের আঙ্গিকের অভিনবত্বে ছাপ রেখে গেছেন ।

তথ্যসূত্র:

১. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও ছোটগল্পকার: ভূদেব চৌধুরী
২. আমার কালের কথা: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
৩. শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকা: জগদীশ ভট্টাচার্য
৪. বিভূতিভূষণ:- ড. চিত্তরঞ্জন ঘোষ।
৫. বিভূতিভূষণ: জীবন ও শিল্প- গোপিকানাথ চৌধুরী।